বিশুদ্ধ
আয়ুর্ব্বেদীয় তৈল, ঔষধ
পাইবার
বিশ্বাসযোগ্য প্রতিষ্ঠান
**ব্রজশশী আয়ুর্ব্বেদ ভবন**
প্রতিষ্ঠাতা—কবিরাজ শ্রীরোহিণীকুমার রায়,
বি-এ, কবিরত্ন।
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ

Registered
No. C. 853

# জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

**জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী**

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা হাতে ১৸০ টাকা। নগদ মূল্য ৵০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ৶০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৶০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৴১০ আনা, বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

৩২শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ মুর্শিদাবাদ—১৫ই ফাল্গুন বুধবার ১৩৫২ ইংরাজী 27th Feb. 1946 { ৩৯শ সংখ্যা

এই জনগণ জাগরণকালে স্ত্রী-পুরুষের মহাবন্ধু

## হিলিংবাম

সেবনে মেহরোগ চির আরোগ্য ও নবযৌবন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে

১ মাত্রায় পরিচয় পাইবেন, সপ্তাহে আরোগ্য হইবেন।

**৫৪** বৎসর ধরিয়া রোগী ও চিকিৎসক উভয় দলের নিত্য ব্যবহার্য্য। আই-এম-এস, এম-ডি-এফ-আর-সি-এস, এম-আর-সি-পি, এম-আর-সি-এস, এল-আর-সি-পি, এল-আর সি-এস প্রভৃতি উপাধিধারী ডাক্তারগণ কর্ত্তৃক অতি উচ্চ প্রশংসিত ও পৃষ্ঠপোষিত। প্রশংসাকারী দুই একজন ডাক্তারের নাম দেখুন :—

কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত আই-এম-এস, এম-ডি, এফ আর-সি-এস ইত্যাদি; লেঃ কর্ণেল এন, পি, সিংহ, আই-এম-এস, এম-আর-সি-পি, এম-আর-সি-এস, সার্জ্জন মেজর বি, কে, বসু, আই-এম-এস, এম-ডি-সি এম, ইত্যাদি।

মূল্য বড় শিশি ৩৲, মাঝারি ২৸০, ছোট ১৷০ ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র। বিশেষ বিবরণ সম্বলিত তালিকা-পুস্তক লিখিলে বিনামূল্যে পাঠাই।

"হিলিংবাম" ব্যবহারে আরোগ্য লাভের পর শরীরে বলাধান ও পুনরায় আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য

স্বর্ণঘটিত সালসা **স্যাণ্ডো** ব্যবহার করা একান্ত কর্ত্তব্য

"স্যাণ্ডো" স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। পারদ গরমী এবং যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে অব্যর্থ।

মূল্য প্রতি শিশি (১৬ দিনের উপযোগী) ২৲; ৩টী একত্রে ৫৸০
ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

**আর, লগিন এণ্ড কোং—ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।**

১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। টেলিগ্রাম—"হিলিং" কলিকাতা

## জীবনযাত্রার পাথেয়

জীবনযাত্রার অনিশ্চিতপথে জীবনবীমা মানুষের প্রধান পাথেয়।

আমাদের গৃহ-সংসার কত আশা উৎসাহ, কত শান্তির ও সুখের স্বপ্ন দিয়ে তৈরী। বাপ মায়ের সে স্বপ্ন বুঝি আজ রূঢ়-বাস্তবের আঘাতে ভেঙ্গে যায়। তাই নিজের জন্যও যেমন তাদের দুশ্চিন্তা, ছেলেমেয়ে ও আত্মীয় পরিজনের জন্যও তেমনি তাদের উদ্বেগ ও আশঙ্কা—কি উপায়ে তাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী সংস্থান করে রাখা যায়। বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে ও ভবিষ্যতের আর্থিক সঙ্কটে তারা কোন পাথেয় নিয়ে দাঁড়াবে?—

হিন্দুস্থানের বীমাপত্র সেই মূল্যবান পাথেয়—দুর্দ্দিনের সর্ব্বোত্তম আশ্রয়। উপার্জ্জনশীল ব্যক্তিমাত্রেরই অবিলম্বে এই পাথেয় সংগ্রহ করা উচিত।

১৯৪৪ সালে নূতন বীমা ১০ কোটী টাকার উপর

**হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ্**

ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড্

হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংসঃ কলিকাতা

কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী

## শ্রীযুত শ্যামাপদ ভট্টাচার্য্য

ও

## শ্রীযুত কুবেরচাঁদ হালদার

**মহাশয়দ্বয়কে ভোট দিয়া স্বাধীনতার পথ প্রশস্ত করুন।**

( সকল শ্রেণীর হিন্দু ভোটারগণই উভয় প্রার্থীকে ভোট দিতে পারিবেন )

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

# জঙ্গিপুর সংবাদ

১৫ই ফাল্গুন বুধবার সন ১৩৫২ সাল

### বাঙলার নবনিযুক্ত গভর্ণর

স্যার ফ্রেডারিক বারোজ বাঙলার গভর্ণরের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি প্রথম ট্রেড ইউনিয়ন নেতা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব্বে তিনি রেল কর্ম্মচারী হিসাবে কাজ করেন এবং সেই সময় হইতেই ট্রেড্‌ ইউনিয়ন আন্দোলনের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেন। ১৯৪৪ সালের শেষভাগে তাঁহার কার্য্যাবলী মিঃ চার্চ্চিলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি তাঁহাকে মেলবারী কমিশনের অন্যতম সভ্য নির্ব্বাচিত করিয়া ১৯৪৫ সালের প্রথমভাগে সিংহলে প্রেরণ করেন। ঐ সময় তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করেন। তিনি যখন যেখানে গিয়াছেন সেখানেই লোকচিত্ত জয় করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

---

### বাঙলার নূতন গভর্ণর স্যার ফ্রেডারিক বারোজ

১৯শে ফেব্রুয়ারী প্রাতঃকালে লাট-ভবনে একটি সংক্ষিপ্ত অথচ সমারোহপূর্ণ অনুষ্ঠানের পর স্যার ফ্রেডারিক বারোজ বাঙলার শাসনভার গ্রহণ করেন। চিরাচরিত প্রথানুসারে কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার হ্যারল্ড ডার্বিশায়ার নূতন গভর্ণরের শপথগ্রহণকার্য্য পরিচালনা করেন। শপথ গ্রহণের পর ফোর্ট উইলিয়াম হইতে ১৭ বার তোপধ্বনি করা হয়। বহু উচ্চপদস্থ সামরিক ও অসামরিক কর্ম্মচারী ও ধর্ম্মযাজকগণ, বিভিন্ন দেশের দূত এবং বাঙলার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের সকলকেই নূতন গভর্ণর ও তাঁহার পত্নীর সহিত পরিচয় করাইয়া দেওয়া হয়।

যুদ্ধকালীন আচারানুষ্ঠান ও খাকি পোষাকের প্রাধান্য সত্ত্বেও অভ্যাগত মহিলাদের বিচিত্র বেশভূষা, প্রধান বিচারপতির পরিচ্ছদ এবং মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুরের জমকালো পোষাক উৎসবটিকে চিত্তাকর্ষক করিয়া তুলিয়াছিল।

---

### জঙ্গিপুর হিন্দু-কৃষ্টি-ধর্ম্ম সম্মিলনী

গত ৯ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার ম্যাকেঞ্জি-পার্ক হলে জঙ্গিপুর সহরের হিন্দুগণের সমবেত চেষ্টায় ও আগ্রহে একটি উৎসব হইয়া গিয়াছে। এই উৎসব উপলক্ষে হলটি প্রাচীন প্রথানুসারে অতি সুন্দররূপে সজ্জিত করা হইয়াছিল। উৎসবের প্রারম্ভে বৈদিক নিয়মে স্বস্তিবাচন ও মঙ্গলাচরণের পর জগতাই নিবাসী শ্রীযুক্ত রমেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী মহোদয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। তৎপর জঙ্গিপুরের ধর্ম্মপ্রাণ মুন্সেফ শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র লোধ মহাশয় প্রাণস্পর্শী ভাষায় সভার উদ্দেশ্য সমবেত জনমণ্ডলীকে সুন্দররূপে বুঝাইয়া দেন এবং হিন্দুধর্ম্মের আদর্শ ও কৃষ্টিবিষয়ক তাৎপর্য্য ব্যক্ত করেন। তৎপর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত দ্বিজপদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র নাথ, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ, শ্রীযুক্ত অবনীকুমার কাব্যতীর্থ ও শ্রীযুক্ত অবনীকুমার রায় প্রমুখ বক্তাগণ অতি প্রাঞ্জল ভাষায় সভার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। সর্ব্বশেষে সভাপতি মহাশয় তাঁহার স্বভাবসুন্দর সুললিত ভাষায় হিন্দুধর্ম্মের আদর্শ সম্বন্ধে মনোমুগ্ধকর বক্তৃতা দেন। জঙ্গিপুরবাসী আবালবৃদ্ধের এরূপ সমাবেশ ও ঐকান্তিকতা আমরা বহুদিন দেখি নাই। উৎসবশেষে প্রসাদ-বিতরণের পর নগরকীর্ত্তন বাহির হয় এবং উক্ত কীর্ত্তন জঙ্গিপুর ও রঘুনাথগঞ্জ সহর পরিভ্রমণ করে। আমরা উৎসবের উদ্যোক্তাগণকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি।

---

### নদীয়ায় পতিত জমিতে গাছগাছড়া জন্মানোর ব্যবস্থা

গাছগাছড়া জন্মানোর পরিকল্পনানুযায়ী আগামী ১০ বৎসরের মধ্যে নদীয়া জেলার প্রায় ২,০০০ একর পতিত জমিতে বৃক্ষাদি উৎপন্ন করা হইবে। বর্ত্তমানে ঐ জেলায় ২৫ একর জমির উপর নার্সারি গঠন করা হইতেছে।

পশ্চিম বঙ্গের জন্য একটি স্বতন্ত্র বন-বিভাগ গঠিত হইয়াছে এই জেলার পতিত জমিগুলিকে গভর্ণমেন্টের আয়ত্তে আনিবার জন্য অনুসন্ধানকার্য্য চালানো হইতেছে।

অতীতে বহু গাছগাছড়া বিনষ্ট করার ফলে জমিতে ভাঙ্গন আরম্ভ হইয়াছে। এজন্য উহার উপর দিয়া অতি সহজে বন্যার জল প্রবাহিত হইয়া যায়। কাজেই জঙ্গলের সংস্থান ও সংরক্ষণ সম্পর্কে জনসাধারণের সতর্ক দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

---

### মিউনিসিপ্যালিটিসমূহে সরকারী সাহায্য

হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটীর কর্ম্মচারীদের ১৯৪৬-৪৭ সালের দুর্ম্মূল্যভাতা বাবদ বাঙলা গভর্ণমেণ্ট উক্ত প্রতিষ্ঠানকে মাসিক ৫০,০০০ টাকা অর্থ-সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন। ১৯৪৫-৪৬ সালের দরুণ এই উদ্দেশ্যে যে অর্থ-সাহায্য দেওয়া হইয়াছিল, তাহা ছাড়া আরও ১০,০০০৲ সাহায্য মঞ্জুর করা হইয়াছে

মিউনিসিপ্যাল কর্ম্মচারীদের দুর্ম্মূল্যভাতা বাবদ হুগলী ও ২৪ পরগণা জেলার মিউনিসিপ্যালিটিদ্বয়কে যে অর্থ-সাহায্য মঞ্জুর করা হইয়াছিল, ১৯৪৬-৪৭ সালেও তাহা দেওয়া হইবে।

## দুঃস্থগণকে স্বস্থানে প্রেরণ

১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের সময় যে দুঃস্থ নরনারী পার্শ্ববর্তী প্রদেশসমূহ হইতে বাঙলা দেশে আসিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে প্রায় ২৫০ জনকে তাহাদের নিজেদের প্রদেশে প্রেরণ করা হইয়াছে। বাঙলা সরকারের দুঃস্থ নিবাসসমূহে আরও প্রায় ৪০০ জন দুঃস্থকে প্রতিপালন করা হইতেছে। রোগ-মুক্তির পর তাহাদিগকে তাহাদের গৃহে প্রেরণ করা হইবে।

দুর্ভিক্ষের সময় বিভিন্ন বেসরকারী আর্ত্ত-ত্রাণ প্রতিষ্ঠান যে সকল অনাথ বালক-বালিকাকে অন্যান্য প্রদেশে প্রেরণ করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে একশতের অধিক জন সম্প্রতি বাঙলা দেশে ফিরিয়া আসিয়াছে।

## সামরিক শিক্ষার জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা

যে সকল প্রার্থী আগামী সেশন দেরাদুন-স্থিত প্রিন্স অব ওয়েল্‌স্ রয়েল ইণ্ডিয়ান মিলিটারী কলেজে ভর্ত্তি হইবেন, বাঙলা গভর্ণমেণ্ট তাহাদের দুইজনকে বাৎসরিক ১০০০৲ হিসাবে ছয় বৎসরের জন্য দুইটি বৃত্তি দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ১৯৪৬ সালের ১লা আগষ্ট তারিখে যে সকল অবিবাহিত ভারতীয় ও ইঙ্গভারতীয় বালকের বয়স ১১ বৎসর হইয়াছে কিন্তু ১২ বৎসরের অনধিক রহিয়াছে, যাহারা বাঙলার অধিবাসী অথবা বাঙলায় বসবাস করিতেছে এবং যাহাদের পিতামাতা তাহাদের শিক্ষার ব্যয়ভার বহনে অসমর্থ, তাহাদিগকেই এই বৃত্তি দেওয়া হইবে।

ভারতীয় সৈন্যবাহিনী রাজকীয় ভারতীয় বিমানবাহিনী ও রাজকীয় ভারতীয় নৌ-বাহিনীতে চাকুরী করিবার উদ্দেশ্যে প্রাথমিক শিক্ষালাভের জন্য প্রতি বৎসর কলেজের বেতন সমেত মাথাপিছু ২২০০৲ খরচ পড়ে। প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট বৃত্তি বাবদ ১০০০৲ দিবেন। বাকি খরচ প্রার্থীর অভিভাবককে দিতে হইবে।

১৯৪৬ সালের ৩০শে এপ্রিল তারিখের পূর্ব্বে বাঙলা গভর্ণমেণ্টের স্বরাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারী, রাইটার্স বিল্ডিংস, কলিকাতা এই ঠিকানায় অনুমোদিত ফরমে দরখাস্ত প্রেরণ করিতে হইবে। এ সম্পর্কে অন্যান্য খবর তাঁহার নিকট জানা যাইবে।

## কলিকাতায় মাছ সরবরাহ

নদীর মোহনা ও সমুদ্রোপকূল অঞ্চল হইতে মৎস্য আনয়ন এবং কলিকাতার বিভিন্ন বাজারে সরবরাহের এক পরিকল্পনা যুদ্ধোত্তর ব্যবস্থা হিসাবে বাঙলা গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে। এই সমস্ত অঞ্চলে মৎস্যজীবিগণ যে সমস্ত মাছ ধরে, চালান দিবার অসুবিধার দরুণ তাহা নষ্ট হইয়া যায়। এই পরিকল্পনানুযায়ী মাছ ধরার এলাকায় মৎস্যজীবিগণের নিকট হইতে মাছ ক্রয় করা হইবে এবং শীতল রক্ষণাগারযুক্ত এক বিশেষ ধরণের লঞ্চ মারফৎ মৎস্যসঞ্চয় কেন্দ্রে আনয়ন করা হইবে। তথা হইতে উহা কলিকাতায় প্রেরণ করা হইবে। কলিকাতার মাছের দরের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া গভর্ণমেণ্ট ঐ মাছের দর ধার্য্য করিবেন এবং এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইলে উক্ত অঞ্চল হইতে বৎসরের আট মাস প্রতিদিন নিয়মিতভাবে ছয় হইতে দশ টন মাছ কলিকাতায় আমদানী করা যাইবে আশা করা যায়।

# নিলামের ইস্তাহার

### চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

### নিলামের দিন ১৯শে মার্চ্চ ১৯৪৬

১৯৪৬ সালের ডিক্রীজারী

৮৮ থাঃ ডিঃ রাণী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী দেং নিতাই মণ্ডল দাবী ৬৫৴৬ থানা ফরোক্কা মৌজা শ্রীমন্তপুর ১৩ শতকের কাত ।৬ আনা আঃ ৫৲ খং ১৯০

৮৯ থাঃ ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ১৪।৬ মৌজাদি ঐ ১১ শতকের কাত ১।৵০ আঃ ১০৲ খং ৭৯১

৯০ থাঃ ডিঃ ঐ দেং লাক্ষু মোমিন দাবি ১০।০ থানা ঐ মৌজে বেওয়া ১৬ শতকের কাত ১৲ আঃ ৫৲ খং ৮৮৯

## নিরুদ্দেশ

আমার পুত্র মহম্মদ ইয়াসিন বয়স ১৬ বৎসর ১২।১৩ দিন কোথায় চলিয়া গিয়াছে। যদি কেহ ছেলেটির সন্ধান পান তবে নিম্নলিখিত ঠিকানায় সংবাদ দিলে বিশেষ উপকৃত হইব এবং ৫৲ পুরস্কার দিব। ছেলেটির গায়ের রং ফরসা, ২য় শ্রেণীতে পড়ে, পরণে লাল রঙের লুঙ্গি ও গায়ে সবুজ রঙের জামা, একটি গেঞ্জি ও একখানি চাদর আছে।

আবুজান মিস্ত্রী
সাং মথুরাপুর, পোঃ মনিগ্রাম
জেলা মুর্শিদাবাদ

( ৫ম কলমের জের )

৯১ থাঃ ডিঃ ঐ দেং হাববু মণ্ডল ওরফে চিত্তারাম মণ্ডল দাবি ১৩৬৴৬ মৌজাদি ঐ ৩১ শতকের কাত ॥৩ আঃ ৮৲ খং ৪৪৭

৯২ থাঃ ডিঃ ঐ দেঃ দেবেন্দ্রনাথ চৌধুরী দাবি ৬।৴০ মৌজাদি ঐ ১৬ শতকের কাত ।০ আঃ ৪৲ খং ১৬০

৯৩ থাঃ ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ২০।৴০ মৌজাদি ঐ ১.৪০ শতকের ২৮৴৩ কাত আঃ ১৫৲ খং ১৬৪

৪৫ থাঃ ডিঃ প্রভিন্স অফ বেঙ্গল ফর বি, এল, মুখার্জ্জি ট্রাষ্ট এষ্টেট দেং উপেন্দ্রনাথ রায় মৃতাস্তে তেহু রায় দিং দাবি ১২।০ থানা সাগরদীঘি মৌজে উলাডাঙ্গা ৪৮ শতকের কাত ১৮৴০ আঃ ৩৲ খং ৪৮

৪৬ থাঃ ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ১৩৲ মৌজাদি ঐ ১২ শতকের কাত ১৷০ আঃ ৩৲ খং ১৩

৪৭ থাঃ ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ১৬৯ মৌজাদি ঐ ২৪ শতকের কাত ১৲ আঃ ৩৲ খং ৮০

৫০ থাঃ ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ২৭৴০ মৌজাদি ঐ ১.২২ শতকের কাত ৪৫৩ আঃ ৫৲ খং ১৪

৪৮ থাঃ ডিঃ ঐ দেং মোক্তার আলি সেখ দিং দাবি ৪২৫৴৯ মৌজাদি ঐ ৭৭ শতকের কাত ৯৴০ আঃ ৫৲ খং ৮৬

৫৩ থাঃ ডিঃ ঐ দেং মহেন্দ্রনাথ দাস মৃতাস্তে দখলিকার বিভূতিভূষণ দাস দাবি ২৪৫৴৯ মৌজাদি ঐ ৩.৪১ শতকের কাত ৪।৴০ আঃ ৫৲ খং ৮৩

( পর পৃষ্ঠায় দেখুন )

৪৯ খাং ডিঃ ঐ দেং নবকুমার নন্দী দাবি ৩১৫/০ থানা ঐ মৌজে বালিয়া ১-৬৩ শতকের কাত ৬॥/০ আঃ ৫৲ খং ৬৯৪

৫১ খাং ডিঃ ঐ দেং ঈশ্বরচন্দ্র সরকার মৃতান্তে গণপতি সরকার দাবি ৩০/৩ মৌজাদি ঐ ২-৫৭ শতকের কাত ৬৷৬ আঃ ৫৲ খং ৭০২ অধীনস্থ ৭২১

৫২ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ১৬৲ মৌজাদি ঐ ১-১০ শতকের কাত ২॥০ আঃ ৩৲ খং ৬৮৯

১০৪ খাং ডিঃ বিমল সিং কুঠারি দেং উন্মাদিনী দাসী দাবি ৩১॥/৩ থানা সাগরদীঘি মৌজে খাড়ুগ্রাম ৮৬ শতকের কাত ৪॥৶১১ আঃ ৩০৲ খং ৪৫

১০৬ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ১৮৸৶৩ মৌজাদি ঐ ৬১ শতকের কাত ২৷৶৬ আঃ ১৫৲ খং ৪৪

১০৫ খাং ডিঃ ঐ দেং বিষ্ণুপদ সাহা দিং দাবি ৬২॥/৩ মৌজাদি ঐ ১-৫৫ শতকের কাত ৯৶০ আঃ ৫৫৲ খং ২৪৮

৯৭ খাং ডিঃ চারুবালা বম্মণ্যা দেং রজনীমণি দাসী দিং দাবি ১৩॥৶৩ থানা সমসেরগঞ্জ মৌজে ধুসরীপাড়া ৯৭ শতকের কাত ১।/৭ আঃ ৮৲ খং ৯৷৪

১০৩ খাং ডিঃ কণিকারাণী দেবী দেং নবাবজান মীর দিং দাবি ২০।৶০ থানা ঐ মৌজে দুর্গাপুর ৪৬ শতকের কাত ২৮ আঃ ১৫৲ খং ৭৮ রায়ত স্থিতিবান

৮৪ খাং ডিঃ বিনয়ভূষণ ওঝা দিং দেং ফণিভূষণ চৌধুরী দাবি ১১১৸৶৯ থানা ফরাক্কা মৌজে বেওয়া ১-১৩ শতকের কাত ৸/০ ও শস্যের সিকি আঃ ৯০৲ খং ১৪৯৫

৭৯২ খাং ডিঃ বিধুসুন্দরী দেবী দেং উমাপদ চৌধুরী দিং দাবি ৩২৸/৯ থানা ফরাক্কা মৌজে মমরেজপুর ৩ ৬৫ শতকের কাত ৪৸৶০ আঃ ১০৲ খং ১০৬৬

৭৯৩ খাং ডিঃ ঐ দেং আয়ুব সেখ দাবি ৩৬৶৬ মৌজাদি ঐ ৩-২০ শতকের কাত ৬।৵৭ আঃ ১০৲ খং ৩০২

———

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত

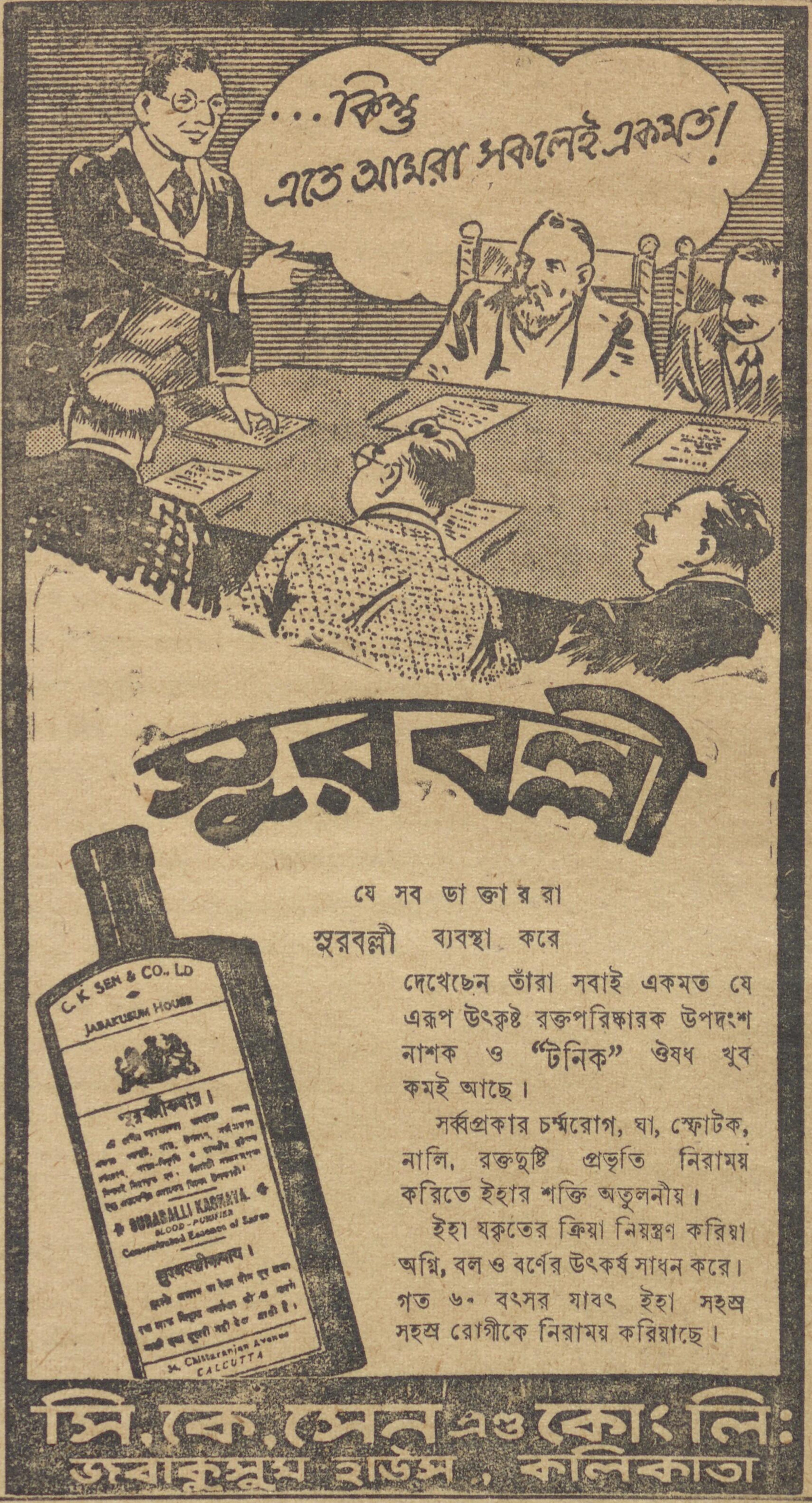


দি ওয়ার্ম ইণ্ডিকা (আমেরিকায় পরীক্ষিত)

অদ্যাবধি বহু রোগী ইহাতে আশ্চর্য্যজনক ফল পাইয়াছেন। ব্যবস্থানুযায়ী মানুষ ও গরু, মহিষ, ছাগল প্রভৃতি জন্তুর কৃমি রোগ আরোগ্য হইবে। ইহাতে রক্ত-আমাশয় ও কানের পূঁজ আরোগ্য হয়

প্রাপ্তিস্থান—ডাঃ দেবেন্দ্রচন্দ্র দাস
"অটলবিহারী শাখা ঔষধালয়" রঘুনাথগঞ্জ, (মুর্শিদাবাদ